দ্বিতীয় দার্‌স

الدرس الثاني

সৃষ্টি কাহিনী

قصة الخلق

সৃষ্টির কাহিনী তখন থেকে শুরু হয়, যখন মহান আল্লাহ আদি পিতা আদম-ﷺ-কে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি ক'রে তাঁর মধ্যে আত্মা দান করেন। কিছু জিনিসের নাম তাঁকে শিখিয়ে দেন। তাঁর মর্যাদা-সম্মান বর্ধিত করার জন্য ফেরেশ্‌তাদের নির্দেশ দেন তাঁকে সাজদা করার। সমস্ত ফেরেশ্‌তাগণ তাঁকে সাজদা করেন। ইবলীস আদমের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করে এবং অহঙ্কারের বশীভূত হয়ে তাঁকে সাজদা করা থেকে বিরত থাকে। তখন আল্লাহ তাকে আকাশের রাজত্ব হতে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় যমীনে পাঠিয়ে দেন। সেই সাথে দুর্ভাগ্য, অভিশাপ এবং জাহান্নাম তার জন্য নির্ধারিত করে দেন। ইবলীস তখন তার প্রতিপালকের নিকট কামনা করে যে, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হোক। আল্লাহ তাকে অবকাশ দিলেন। ইবলীস কসম খেল যে, সে সমস্ত আদম-সন্তানদের ভ্রষ্ট ক'রে তাদের সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে দেবে।

অতঃপর আল্লাহ আদম-ﷺ-থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। যাতে তিনি তাঁর নিকট শান্তি পান এবং তার সাথে নিঃসঙ্গতা দূর করেন। তিনি (আল্লাহ) তাঁদেরকে সেই জান্নাতে থাকতে নির্দেশ দেন, যেখানে আছে কল্পনাতীত নিয়ামত। তাঁদের সাথে ইবলীসের শত্রুতার কথাও তাঁদেরকে জানিয়ে দেন এবং তাঁদের পরীক্ষা স্বরূপ জান্নাতের গাছের মধ্যে কোন এক গাছ থেকে তাঁদেরকে খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান তাঁদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে এই গাছ থেকে খাওয়াকেই তাঁদের জন্য সুশোভিত করে তুলে। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ ক'রে বলেছিল, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। তোমরা জান্নাতে স্থায়ী হতে চাইলে এই গাছ থেকে খাও।'

তাঁদেরকে কুমন্ত্রণা দিতেই থাকে এবং শেষপর্যায়ে সে তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিষেধ অমান্য ক'রে (নিষিদ্ধ) গাছ হতে খেয়ে ফেললেন। তাঁরা তাঁদের কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হোন এবং তাঁদের প্রতিপালকের নিকট তাওবা করেন। আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করলেন। তবে তিনি তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের ক'রে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে আদম-ﷺ-ও তাঁর স্ত্রী যমীনে বসবাস শুরু করেন। আল্লাহ তাঁদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততি বাড়তে বাড়তে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

ইবলীস ও তার চেলারা অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আদম-সন্তানদের বিভ্রান্ত করার, তাদেরকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার, অন্যায়কে তাদের নিকট শোভনীয় করে তোলার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে তাদেরকে দূর করার। সে চায় আখেরাতে তারা যেন জাহান্নামে প্রবেশ করে। তবে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি অমনোযোগী নন। তিনি তাদের যত্ন নিয়েছেন এবং তাদের জন্য বহু নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাদের নিকট সত্যকে তুলে ধরেছেন এবং তাদেরকে সেই পথ প্রদর্শন করেছেন, যাতে আছে তাদের মুক্তি।

আদম-ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর প্রায় দশ শতাব্দী পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর শির্ক ও গায়রুল্লাহর ইবাদতের সূচনা হল। মানুষ মূর্তিপূজা শুরু করে দিল। তাই আল্লাহ তাঁর প্রথম রাসূল নূহ-ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানান এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বলেন। এইভাবে একের পর এক নবী ও রাসূল প্রেরিত হতে থাকেন। সকলেই ইসলাম তথা কেবল আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান জানান এবং গায়রুল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করতে বলেন। অতঃপর ইব্রাহীম-ﷺ-প্রেরিত হোন। তিনি তাঁর জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ ক'রে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর (ইব্রাহীম-ﷺ) পর তাঁর ছেলে ইসমাঈল ও ইসহাক্ব নবী হোন। অতঃপর ইসহাক্ব-ﷺ-এর বংশ থেকে বেশ কয়েকজন নবী হোন। ইসহাক্ব ﷺ-এর বংশ থেকে যাঁরা নবী হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সুলাইমান এবং ঈসা (আল্লাহ এঁদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন!)। ঈসা-ﷺ-পর ইসহাক্ব-ﷺ-এর বংশ থেকে কোন নবী আসেন নি।

এরপর নবুওয়াত চলে যায় ইসামঈল-ﷺ-এর বংশে। এই বংশ থেকেই মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ-ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনিই হলেন শেষ নবী। তাঁর নবুওয়াতই শেষ নবুওয়াত। যে কুরআন তাঁর উপর অবতীর্ণ করা হয়, সেই কুরআনই হল আল্লাহর পক্ষ হতে মানবতার জন্য শেষ পায়গাম। আর এই জন্যই তাঁর নবুওয়াত পরিপূর্ণ, সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত, তা অনির্দিষ্টভাবে মানুষ, জ্বিন, আরব, অনারব সকলের জন্য এবং তা সর্বযুগ, সর্বস্থান এবং সকল জাতি ও সর্বাবস্থার জন্য উপযুক্ত। এমন কোন কল্যাণ নেই, যে ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয় নি এবং এমন কোন অকল্যাণ নেই, যে ব্যাপারে সতর্ক করা হয় নি। আর মুহাম্মাদ-ﷺ-যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন, সে ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা হবে না।